দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গঃ বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি[1]

ড. আবুল বারকাত

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমাচারঃ স্টাটিসটিক্যাল ইকনমি বনাম প্রকৃত ইকনমি

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এ দেশে নতুন কথা নয়। তবে ইদানিং দ্রব্যমূল্য বেশ বেশি হারে বাড়ছে। এ বৃদ্ধি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ আয় বৃদ্ধির হার মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। ক্রমবর্ধিষ্ণু কর্মহীনতা, কর্মে নিযুক্ত জনগোষ্ঠির ব্যাপকাংশের সীমিত স্বল্প আয়, আর মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় আয় উত্তরোত্তর তেমন একটা বৃদ্ধি না পাবার কারণে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি মানুষের কষ্ট বৃদ্ধির কারণ হয়েছে– এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন দ্রব্যমূল্য বাড়েনি। তবে টিসিবি আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন। এসব স্বীকার-অস্বীকারে জনগণের কিছু আসে যায় না কারণ দ্রব্যমূল্য যে বেড়েছে এবং যথেষ্ট বেড়েছে তা জনগণ– ভোক্তা স্পষ্ট জানে। এমন কি সরকার প্রায়শ: যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য ইনডেক্স (consumer price index) প্রস্তুত ও প্রকাশ করে তাতেও জনগণের কিছু আসে যায় না। কারণ তা সবসময়ই প্রকৃত সত্য গোপন করে– এমনও হতে পারে তা সত্য গোপন করতেই বানানো হয়। আর সে কারণেই আমি বলি এ দেশে দু'টো ইকনমি আছে– একটা হলো স্টাটিসটিক্যাল ইকনমি (Statistical economy) আর অন্যটা প্রকৃত ইকনমি (Real economy) । আর এ ধরনের 'দ্ব্যর্থ অর্থনীতিতে' একই বিষয়ে মোটামুটি একই সময়ে– একই মুখে একবার বলা হবে 'না' দ্রব্যমূল্য বাড়েনি, আর একবার বলা হবে 'হ্যাঁ' দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। বলা হবে তা বেড়েছে তবে 'ওদের' কারণে; আর 'ওরা' হলো হয় বিদেশ, ডলার– না হয় বিরোধী দল, হরতাল ইত্যাদি।

সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস, BBS) বা অর্থমন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রব্যমূল্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে তথ্য প্রদান করে তা বিবেচনায় নেবার প্রয়োজন নেই এ জন্য যে প্রকৃত বাজারের সাথে ঐ তথ্যের কোনোই মিল নেই। তারা স্টাটিসটিক্যাল ইকনমির স্রষ্টা, কিন্তু ভোক্তার সামনে বাজারের দ্রব্যমূল্যের কথা বললে প্রকৃত ইকনমির কথাই বলতে হবে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের মূল্যসূচক নির্ধারণে 'স্টাটিসটিক্যাল ইকনমির' অনুসরণকারী উল্লিখিত সরকারি বিভাগ যে সব দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করে তার অধিকাংশই দরিদ্র জনগোষ্ঠি ভোগ করেন না (অথবা আর্থিক দৈন্যের কারণে করতে পারেন না)– অথচ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রেও ঐ সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং যে সরকার ক্ষমতায় যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে ক্ষমতায় গেলে তারা মূল্য সন্ত্রাস দূর করবে তারা অন্তত: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অত্যুচ্চগতি স্বীকার করবেন না– তা স্বাভাবিক।

আসা যাক প্রকৃত অর্থনীতির কথায়। প্রকৃত অর্থনীতি বলে যে বাজারে সব দ্রব্যের মূল্যই বেড়েছে। সবচে' বেড়েছে জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য। বর্তমান সরকারের গত চার বছরে দ্রব্যমূল্য যে হারে (গত চার বছরের হার– বার্ষিক নয়) বেড়েছে তা হ'ল: মোটা চাল ৭২.৭%, আটা ৭৫%, সয়াবিন তেল ৭১.৯%, কাঁচা মরিচ ৪০০%, শুকনা মরিচ ও বেগুন উভয়ই ১০০%, রসুন ৫০%, পানি ২০%, কেরোসিন ৭৬.৫%, গ্যাস ১০০% (সারণি ৬ দ্রষ্টব্য)। দ্রব্যমূল্যের এ ধরনের বৃদ্ধির বিষয়টি কিভাবে দেখবো: প্রথমত:

[1] বাংলাদেশ কনজুমার্স সোসাইটি আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা: ২ আগস্ট, ২০০৫ (বর্তমান প্রবন্ধটি মুল প্রবন্ধ থেকে পরিবর্তীত ও পরিবর্ধিত)

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি আসলে হয়েছে কতটুকু? দ্বিতীয়ত: দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধির কারণে জনগণের দুর্দশা কতদূর বেড়েছে? জনগণের কোন অংশ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে? তৃতীয়ত: দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধি বড় কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে কিভাবে দেখবো? চতুর্থত: কেন এ বৃদ্ধি, কি এর কারণ, কে দায়ী? এসব প্রশ্নের উত্তর জরুরি।

২০০১-২০০৫ পর্যন্ত বিগত চার বছরে আসলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে কতটুকু? সারণি ৪-এ প্রদেয় প্রকৃত বাজার তথ্যের ভিত্তিতে আমার হিসেবে চার বছরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ৯০% অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৮%। অথচ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে মূল্যস্ফীতি বলছে ২০০২ সালের জুন মাসে ২.৯৫% থেকে ২০০৫-এর এপ্রিল মাসে ৬.৯০% (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে)। অর্থাৎ সরকারের প্রদত্ত মূল্যস্ফীতির হার প্রকৃত হারের তুলনায় তিনগুণ কম। এর অর্থ দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকার তিনগুণ মিথ্যে বলছে অথবা সত্য গোপন করছে।

সারণি ৬: চার (২০০১-২০০৫) বছরে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

দ্রব্য	একক	২০০১	২০০৫	গত ৪ বছরে মূল্য বৃদ্ধি(%)
চাল (মোটা	কেজি	১১.০০	১৯.০০	৭২.৭
চাল (পাইজাম)	কেজি	১৩.০০	২৪.০০	৮৪.৬
আটা	কেজি	১২.০০	২১.০০	৭৫.০
সয়াবিন তেল	লিটার	৩২.০০	৫৫.০০	৭১.৯
লবন	কেজি	১০.০০	১৪.০০	৪০.০
চিনি	কেজি	২৮.০০	৩৮.০০	৩৫.৭
পিয়াঁজ	কেজি	১২.০০	২০.০০	৬৬.৭
কাঁচা মরিচ	কেজি	১৬.০০	৮০.০০	৪০০.০
শুকনা মরিচ	কেজি	৫০.০০	১০০.০	১০০.০
বেগুন	কেজি	১২.০০	২৪.০০	১০০.০
রসুন	কেজি	৪০.০০	৬০.০০	৫০.০
আলু	কেজি	৭.০০	১৩.০০	৮৫.৭
মুসুরি ডাল	কেজি	৩৫.০০	৫২.০০	৪৮.৬
ডিম	হালি	১১.৫০	২০.০০	৭৩.৯
গরুর মাংস	কেজি	৭০.০০	১২০.০০	৭১.৪
গুঁড়ো দুধ	কেজি	১৭০.০০	৩০০.০০	৭৬.৫
বিদ্যুৎ	ইউনিট	২.১৫	৪.০০	১৮৬.০
পানি	হাজার লিটার	৪.১৫	৫.০০	২০.৫
কেরোসিন	লিটার	১৭.০০	৩০.০০	৭৬.৫
গ্যাস	১ বার্নার	২১০.০০	৪২০.০০	১০০.০

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি– মূল্যবৃদ্ধি নয় মূল্য সন্ত্রাস

গত চার বছরে (২০০০-২০০৫) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়েছে বছরে গড়ে ১৮% । এর সরাসরি অর্থ ব্যাপক জনগোষ্ঠির খাদ্য পরিভোগ ১০-১৮% কমেছে অথবা খাদ্য বাবদ উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে অন্যান্য খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ) ব্যয় কমাতে হয়েছে অথবা খাদ্য ও অন্যান্য খাতে আগের তুলনায় পরিভোগ কমাতে হয়েছে– অর্থাৎ যেটাই হোক জীবনমান অতীতের তুলনায় হ্রাস করতে হয়েছে। কেন? কারণ ১৪ কোটি মানুষের এদেশে ৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত আর ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (৬০ লাখ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ৪০ লাখ ধনী)।

এই যে ১১ কোটি ৫০ লাখ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ অর্থাৎ দেশের মোট মানুষের ৮২ জন অতি নিম্নআয় এবং সীমিত স্বল্প আয়ের এসব মানুষ যারা দারিদ্রসীমার নিচে এবং/অথবা একটু উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের আর্থিক আয় এমনকি সরকারি হিসেবেও বাড়েনি। আর তা যদি গড়ে ২-৫% বেড়েও থাকে (সেটা অবশ্যই ঘটেনি) তাতেও দ্রব্যমূল্যের ১৮% বার্ষিক বৃদ্ধি কিভাবে মেটানো যাবে? আর আমাদের চরম বৈষম্যমূলক সমাজে অথবা যেখানে উৎপাদন ফল বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো সমতা-মূলক নীতি বাস্তবে কার্যকর নয় (redistributive justice অর্থে) সেখানে গড় আয় বৃদ্ধি মানে ২-৫% এর বৃদ্ধি (৭০-৯০% মানুষের বৃদ্ধি নয়)। সুতরাং বাৎসরিক ১৮% দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সরাসরি অর্থ হলো দেশের ৮২% মানুষ স্বল্প পরিভোগের কারণে শারীরিকভাবে কার্যক্ষমহীন হচ্ছেন; অসুস্থতা বাড়ছে; অসুস্থতা প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে; রুগ্ণ হচ্ছেন; আর অবশ্যই মানসিকভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আসলে দেশে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে দারিদ্র পুনরুৎপাদন করছে। এ দারিদ্র আর্থিক ও মানবিক (economic and human poverty) উভয়ই। আমার প্রশ্ন এ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্যাচে ফেলে নীরব দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে যে অসীম ও বংশপরম্পরা দুর্ভোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এ ধরনের চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব কে নেবেন?

দুর্বোধ্য এক প্যাচের মধ্যে পড়েছে এ দেশের মানুষ। একদিকে মানুষের দুর্দশা-দারিদ্র বাড়ছে আর সেই সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, আর অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বাড়ার সাথে সাথে দুর্দশা-দারিদ্র আরো বাড়ছে। অর্থাৎ দুর্দশা-দারিদ্র বৃদ্ধির সব উপাদানই কাজ করছে আর একই সাথে পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বর্ধিত হারে দুর্দশা-দারিদ্র পুনরুৎপাদন করে চলেছে (Price as a means to reproduction of distress- destitution-deprivation-poverty)। জটিল এ বিষয়টি অন্যভাবে বলা চলে এরকম– এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির দুর্দশা-দারিদ্র স্বাধীনভাবে বাড়ছে; স্বাধীনভাবে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য; আর দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধি তাদের দুর্দশা-দারিদ্রকে আরো বাড়াচ্ছে। আবার শেষ বিচারে দুর্দশা-দারিদ্র ও দ্রব্যমূল্য–উভয় বৃদ্ধিরই সাধারণ কারণ হতে পারে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো (পরবর্তীতে বিশ্লেষিত হয়েছে)।

দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রও এ দেশে বিপদে পড়েছে। কারণ প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বলে সরবরাহ কমলে মূল্য বাড়বে। কিন্তু সরকার তো বেশ কয়েক বছর ধরেই বলছে যে বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর এ মুহূর্তে সরকার দাবি করছে যে বিগত বোরো মওসুমে বাম্পার ফলন হয়েছে। হিসেবটা এরকম: বিগত বোরো মওসুমে দেশে নীট ১ কোটি ৫০ লাখ টন ধান উৎপাদন হয়েছে যা চালে রূপান্তর করলে দাঁড়ায় ১ কোটি টন। সেই সাথে গত মওসুমে গম উৎপাদন হয়েছে নীট ২০ লাখ টন, আর চাল-গম আমদানী হয়েছে মোট ৩০ লাখ টন। দৈনিক মাথাপিছু ৪০০ গ্রাম (চাল/গম) চাহিদানুযায়ী উল্লিখিত পরিমাণ চাল-গম এদেশের ১৪ কোটি মানুষের (যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি শিশু) প্রায় ১২ মাস খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। এ ছাড়া সামনের কয়েকমাসের মধ্যেই আমন ধান কাটা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ বাজারে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য আছে তা দিয়ে আগামী আমন মওসুম পর্যন্ত সহজেই চলবে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাজারে তথাকথিত চালের মূল্য বৃদ্ধি দেশিয় বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণ– এ কোনো যুক্তির কথা নয়। সুতরাং সরবরাহের পড়তি দিয়ে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না।

শুধু সরবরাহের নিরিখেই নয় চাহিদার নিরিখেও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বিশ্লেষণে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বিপদে পড়েছে। কারণ প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া খুব দ্রুত (গত ৩/৪ বছরে) নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির তেমন কোনো কারণ এ দেশে ঘটেনি। কারণ প্রত্যেকের চাহিদা বাড়তে প্রত্যেকের হাতে যে অর্থ প্রয়োজন তা কোনো অর্থেই প্রবাহিত হয়নি অর্থাৎ ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। এসব নির্দ্বিধায় বলা যাচ্ছে এ কারণে যে দেশে এখন ৩/৪ কোটি মানুষ বেকার; শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে; প্রতি বছরে যে ২৫ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে তার ২০ লাখই কোনো কাজ পাচ্ছে না; সরকারি হিসেবেই দারিদ্রসীমার নিচে (যারা গড়ে প্রত্যেকদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য পরিভোগ করেন) এখন দেশে ৪৪% মানুষের বাস (মৌলিক চাহিদার নিরিখে প্রকৃত দারিদ্রের হার আসলে আরো অনেক বেশি); সরকারি হিসেবেই গ্রামীণ মাথাপিছু আয় ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে বলতে গেলে বাড়েনি (৫৫৯ টাকা থেকে ৫৬২ টাকা অর্থাৎ মাত্র ৩ টাকা বেড়েছে) কিন্তু এসময়েই অবমূল্যায়ন হয়েছে ২২% এরও বেশি; সরকারি খাতে অধুনা বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি প্রযোজ্য দেশের মাত্র ৫% পরিবারের ক্ষেত্রে, অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিরিখে এ বৃদ্ধি আসলে বৃদ্ধি নয়; সরকারি হিসেবেই পাঁচ বছরে (১৯৯৫/৯৬-২০০০) দারিদ্র পীড়িত সর্বনিম্ন ২০% পরিবারের আয় ১৯৯৫/৯৬ সালে দেশের পারিবারিক মোট আয়ের প্রায় ৬% থেকে ২০০০ সালে ৫% এর নিচে দাঁড়িয়েছে, আর সর্বোচ্চ ২০% পরিবারে একই সময়ে তা ৫০% থেকে বেড়ে ৫৫%-এ দাঁড়িয়েছে– অর্থাৎ আয় বৈষম্য বেড়েছে যখন দরিদ্র ২০%-এর আয় হ্রাস পেয়েছে; সরকারি হিসেবেই ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ধনীদের আয় বেড়েছে ১৩.৩৬% আর দরিদ্রদের আয় কমেছে ৩.৫৬% (পভার্টি মনিটরিং সার্ভে ২০০৪, বিবিএস)। এসবের সাথে আমার হিসেবের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ১৮% বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি (সরকারি হিসেবে বার্ষিক গড় ৪-৫%) যোগ করলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যুক্তি আদৌ টেকে না।

অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে “স্টাটিসটিক্যাল ইকনমির” সাথে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ কিছু যুক্তি দেখাচ্ছেন। যেমন– বন্যার কারণে পণ্য সরবরাহে সঙ্কট; বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্য, তেল, সার ও স্টীলের মূল্যবৃদ্ধি; গ্যাস-পানিসহ সরকারি সেবার মূল্যবৃদ্ধি; মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান হ্রাস তথা আমদানি ব্যয়বহুল হওয়া; সরকারের সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি ইত্যাদি। এসবের কোনোটাই গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু কোনোটিই আসলে আমাদের দেশের চলমান নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সমগ্রক কারণ নয়– হতে পারে উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে বাংলাদেশে এখন সবচে’ বেশি কার্যকর শক্তি হল– এডাম স্মিথের “অদৃশ্য হাত” (invisible hand of Adam Smith) আর ডেভিড রিকার্ডোর “রাজনৈতিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া” (political processing)– র সম্মিলন। আর তাই আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুধাবনে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের “চাহিদা-সরবরাহ” বিধির বিপরীতে রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর নির্ভরতা অধিকতর সঠিক ও কার্যকরী হতে পারে। বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে ক্রনিক রূপ নিয়েছে তাতে এডাম স্মিথের একটি সহজবোধ্য বক্তব্য যথেষ্ট গভীর বলে মনে হয় “ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা কদাচিৎ একে অন্যের সাথে মিলিত হন। তবে কখনও কোনো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যদি মিলিত হন সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তারা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির কোন কুট-কৌশল নির্ধারণ করে ফেলেন”। এটাই সম্ভবত সে “সংগঠিত সিন্ডিক্যালইজম” যা দিয়ে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনের মূল্য সন্ত্রাস সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই বিশ্লেষণ সম্ভব।

সব ধরনের অর্থনৈতিক যুক্তি ছাপিয়ে দ্রব্যমূল্য যে গতিতে বাড়ছে তাতে বলতেই হয় যে বিষয়টি আসলে মূল্য সন্ত্রাসের– সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির নয়। আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে একথা বলছি এ কারণে যে আমার হিসেবে গত পাঁচ বছরে (২০০১-২০০৬)

'মূল্য সন্ত্রাসের' ফলে লুটকৃত অর্থ সম্পর্কিত মোদ্দা হিসেবটি নিম্নরূপঃ

১. বর্তমান সরকার ও তার ঘনিষ্টজনেরা– "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট"– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিমভাবে (artificially) বাড়িয়ে গত প্রায় ৫ বছরের শাসনামলে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে।

২. মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাকী ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে।

৩. কয়েকটি প্রধান খাতওয়ারি লুটের পরিমাণঃ চালে ৭৭,৩৮৫ কোটি টাকা, ডালে ৮,৭৬০ কোটি টাকা, সয়াবিন তেলে ২,৫৫৩ কোটি টাকা, চিনিতে ৩,৪৪৭ কোটি টাকা, পেঁয়াজে ৩,৭৭৬ কোটি টাকা, মরিচে ৬,৫৫১ কোটি টাকা, বিভিন্ন ধরনের শাক-শবজি-ফলমূলে ৩৩,৩৩৪ কোটি টাকা, কেরোসিনে ৩,৫৪১ কোটি টাকা, ঘর ভাড়ায় (গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ) ৪৫,৬৮০ কোটি টাকা, যাতায়াত-পরিবহনে ১৪,৭৬৬ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যয়ে ৪,২৬০ কোটি টাকা, শিক্ষায় ৮,৪০৬ কোটি টাকা।

৪. মোট লুটের ৭২% হয়েছে গ্রামে আর ২৮% হয়েছে শহরে।

৫. এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লাখ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ), ৪৮ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ), আর ৩০ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ)।

১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি মানুষ (দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত) চরমভাবে লুটের শিকার হয়েছেন। 'মূল্য সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়েছে, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়েছে, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়েছে, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, অথবা দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ (যাই ছিল) বেচতে হয়েছে (distress sale)– অর্থাৎ গত ৫ বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার–এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে নেমে গেছে। অতএব, 'মূল্য সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৩ কোটি মানুষের (দেশের ৯৪% মানুষ) দারিদ্র-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বেড়েছেঃ দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তথাকথিত "ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি" স্রেফ কথার মার-প্যাচ– বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি মাত্র।

মূল্য সন্ত্রাসীরা গত ৫ বছরে যে ২৮৬,১১০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে লুট করেছে– সমপরিমাণ লুটের অর্থ দিয়ে যা যা ভাল কাজ করা সম্ভব ছিলঃ

১. পাকা (উন্নত মানের) প্রাইমারি স্কুল (প্রতিটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে) = ৫৭২,২২০টি (অথবা)

২. পাকা (উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ) মাধ্যমিক স্কুল (প্রতিটি ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৯৫,৩৭০টি (অথবা)

৩. আধুনিক হাসপাতাল (৫০ বেডের প্রতিটি ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৫,৭২২টি (অর্থাৎ কমপক্ষে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে) (অথবা)

৪. বঙ্গবন্ধু সেতু (প্রতিটি প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ৫৭টি (অথবা)

৫. পাকা রাস্তা (১ কিলোমিটার = ৩ কোটি টাকা ব্যয়) = ৯৫,৩৭০ কিলোমিটার (অথবা)

৬. ক্ষুদ্র শিল্প (প্রতিটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে) = ২৯ লাখ (অথবা)

৭. মাঝারি শিল্প (প্রতিটি ১ কোটি টাকা ব্যয়ে) = ২৮৬,১১০টি (অথবা)

৮. টাটা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে তার তুলনায় ঐ লুট= ১৯ গুণ বেশি (অথবা)

৯. কয়টি বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট হতে পারতো (এখন বাজেট ২২,০০০ কোটি টাকা) = ১৩টি (অথবা)
(অর্থাৎ দেশের ১২টা বাজিয়েছে কারণ ঐ লুট দিয়ে ১৩ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট হতে পারে)

১০. প্রবাসিরা বছরে যে অর্থ দেশে প্রেরণ করেন তার তুলনায় ঐ লুট = ১২ গুণ বেশি (অথবা)

১১. দেশের সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ দিতে যে অর্থ লাগবে তার তুলনায় = প্রায় ৩ গুণ বেশি
(অর্থাৎ সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ দিয়েও ১৮১,১১০ কোটি টাকা থেকে যাবে)।

উপরের হিসেব 'হয় এটা না হয় ওটা'-র ভিত্তিতে করা হয়েছে। এ পাটিগণিত সহজবোধ্য। আমি বিশ্বাস করি এ ধরণের হিসেব ওদের 'সুকীর্তি'-র উদাহরণ হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা জরুরি। তা সহজবোধ্য বিধায় দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের মানুষ বুঝবেন এবং তা অবশ্যই ফলপ্রদ হবে। এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো বিষয় নেই, কারণ এ সবই সত্য।

সারণি ৭: বিএনপি চার দলীয় সরকারের (২০০১-'০৬) পাঁচ বছরে মূল্য সন্ত্রাসের ফলে জনগণকে অতিরিক্ত যা ব্যয় করতে হয়েছে।

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা (কোটি)	জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়) (বিএনপি সরকারের প্রায় ৫ বছরে)
দরিদ্র	১.৮২	১৭৭,৯৫৪
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	০.৪৮	৫৬,৯৮১
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.৩০	৫১,১৭৫
মোট	২.৬ (মোট মানুষ ১৩ কোটি)	২৮৬,১১০

সারণি ৮ : খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে সর্বমোট অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত)

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা (কোটি)	খাদ্য বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১-২০০৬) (কোটি টাকা)	খাদ্য বহির্ভূত খাতে অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১-২০০৬) (কোটি টাকা)	জীবনযাত্রার সর্বমোট অতিরিক্ত ব্যয়: বিএনপি সরকারের প্রায় পাঁচ বছর (কোটি টাকা)
গ্রাম				
দরিদ্র	১.৪০	৯৪২৪৮.০০	৩৫৪৪৮.০০	১২৯৬৯৬.০০
নিম্নমধ্যবিত্ত	০.৩৭	৩০৪৫৮.৪০	১০৩৬৭.৪০	৪০৮২৫.৮০
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.২৩	২২৭০১.০০	১০৩৮৪.৫০	৩৩০৮৫.৫০
মোট	**২.০০**	**১৪৭৪০৭.৪০**	**৫৬১৯৯.৯০**	**২০৩৬০৭.৩০**
শহর				
দরিদ্র	০.৪২	২৯৯৮৮.০০	১৮২৭০.০০	৪৮২৫৮.০০
নিম্নমধ্যবিত্ত	০.১১	৯৩৫৭.১৫	৬৭৯৮.০০	১৬১৫৫.১৫
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.০৭	৭০৬৪.৪০	১১০২৫.০০	১৮০৮৯.৪০
মোট	**০.৬০**	**৪৬৪০৯.৫৫**	**৩৬০৯৩.০০**	**৮২৫০২.৫৫**
সর্বমোট	**২.৬০**	**১৯৩৮১৭.০০**	**৯২২৯২.৯০**	**২৮৬১০৯.৮৫**

সারণি ৯ : বিএনপি চার দলীয় সরকারের প্রায় ৫ বছরে মূল্য সন্ত্রাসের ফলে জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয়: প্রধান খাতসমূহ

দ্রব্য	জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়) (বিএনপি সরকারের প্রায় ৫ বছরে)
চাল (মোটা)	৭৭,৩৮৫
আটা	২,৫৫৬
ডাল	৮,৭৬০
সয়াবিন	২,৫৫৩
লবন	১,৫৬০
চিনি	৩,৪৪৭
পেঁয়াজ	৩,৭৭৬
মরিচ	৬,৫৫১
শাক-শব্জি	৩৩,৩৩৪
গুঁড়ো দুধ	১,৬৫৯
কেরোসিন	৩,৫৪১
ঘর ভাড়া (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি খরচসহ)	৪৫,৬৮০
যাতায়াত	১৪,৭৬৬
স্বাস্থ্য : চিকিৎসা ব্যয়	৪,২৬০
শিক্ষা	৮,৪০৬

সারণি ১০ : জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (গ্রাম)

পরিবারের ধরন	২০০১ সাল (আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছর জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা) (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	২০০৬ সাল (বিএনপি সরকারের শেষ বছর জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা) (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	২০০১ সাল এর তুলনায় ২০০৬ সালে অতিরিক্ত মাসিক ব্যয় (টাকা)	বৃদ্ধি (%)
দরিদ্র	২৫৭৮.০০	৪১২২.০০	১৫৪৪.০০	৫৯.৮৯%
নিম্নমধ্যবিত্ত	৩১১৪.০০	৪৯৫৩.০০	১৮৩৯.০০	৫৯.০৫%
মধ্য-মধ্যবিত্ত	৪১৩১.৫০	৬৫২৯.০০	২৩৯৭.৫০	৫৮.০২%

সারণি ১১: জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় (শহর)

পরিবারের ধরন	২০০১ সাল (আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছর) জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা) (পরিবারের আকার= গড়ে ৫)	২০০৬ সাল (বি এন পি সরকারের শেষ বছর) জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা) (পরিবারের আকার= গড়ে ৫)	২০০১ সাল এর তুলনায় ২০০৬ সালে অতিরিক্ত মাসিক ব্যয় (টাকা)	বৃদ্ধি (%)
দরিদ্র	২৮৮৩.০০	৪৭৯৮.০০	১৯১৫.০০	৬৬.৪২ %
নিম্নমধ্যবিত্ত	৪০০২.৫০	৬৪৫০.২৫	২৪৪৭.৭৫	৬১.১৫ %
মধ্য-মধ্যবিত্ত	৭৮১৩.০০	১২১২০.০০	৪৩০৭.০০	৫৫.১২ %

সারণি ১২: খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে সর্বমোট অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত)

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা (কোটি)	খাদ্য বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১-২০০৬) (কোটি টাকা)	খাদ্য বহির্ভূত খাতে অতিরিক্ত ব্যয় (২০০১-২০০৬) (কোটি টাকা)	জীবনযাত্রার সর্বমোট অতিরিক্ত ব্যয়: বি এন পি সরকারের প্রায় পাঁচ বছর (কোটি টাকা)
গ্রাম				
দরিদ্র	১.৪০	৯৪২৪৮.০০	৩৫৪৪৮.০০	১২৯৬৯৬.০০
নিম্নমধ্যবিত্ত	০.৩৭	৩০৪৫৮.৪০	১০৩৬৭.৪০	৪০৮২৫.৮০
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.২৩	২২৭০১.০০	১০৩৮৪.৫০	৩৩০৮৫.৫০
মোট	**২.০০**	**১৪৭৪০৭.৪০**	**৫৬১৯৯.৯০**	**২০৩৬০৭.৩০**
শহর				
দরিদ্র	০.৪২	২৯৯৮৮.০০	১৮২৭০.০০	৪৮২৫৮.০০
নিম্নমধ্যবিত্ত	০.১১	৯৩৫৭.১৫	৬৭৯৮.০০	১৬১৫৫.১৫
মধ্য-মধ্যবিত্ত	০.০৭	৭০৬৪.৪০	১১০২৫.০০	১৮০৮৯.৪০
মোট	**০.৬০**	**৪৬৪০৯.৫৫**	**৩৬০৯৩.০০**	**৮২৫০২.৫৫**
সর্বমোট	**২.৬০**	**১৯৩৮১৭.০০**	**৯২২৯২.৯০**	**২৮৬১০৯.৮৫**

সারণি ১৩ : একটি গ্রামীণ দরিদ্র / নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৭৫	১১.০০	৮২৫.০০	১৮.০০	১৩৫০.০০
´আটা	কেজি	০১	১২.০০	১২.০০	২২.০০	২২.০০
ডাল	কেজি	০২	৩৫.০০	৭০.০০	৬০.০০	১২০.০০
সয়াবিন	কেজি	০২	৩২.০০	৬৪.০০	৬০.০০	৬০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০.৫	২৮.০০	১৪.০০	৬২.০০	৩১.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৩	১২.০০	৩৬.০০	২০.০০	৬০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.৫	৫০.০০	২৫.০০	৯০.০০	৪৫.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	১.৫	১৬.০০	২৪.০০	৩০.০০	৪৫.০০
বেগুন	কেজি	০২	১২.০০	২৪.০০	২০.০০	৪০.০০
আলু	কেজি	২০	০৭.০০	১৪০.০০	১২.০০	২৪০.০০
শব্জি			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
ডিম	হালি	০১	১২.০০	১২.০০	১৮.০০	১৮.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০১	২২.০০	২২.০০	৩২.০০	৩২.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০০	১৭০.০০	০০.০০	৩২৫.০০	০০.০০
মাছ	কেজি	০২	১০০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০
মাংস	কেজি	০১	৭০.০০	৭০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		২৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০
গুড়	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৫০.০০	৫০.০০
বিস্কিট	কেজি	০.২৫	৬০.০০	১৫.০০	৮০.০০	২০.০০
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি খরচ সহ)	মাসিক		৩০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		৭০.০০	৭০.০০	১২০.০০	১২০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৫০.০০	৫০.০০	৭০.০০	৭০.০০
শিক্ষা	মাসিক		৫০.০০	৫০.০০	৮০.০০	৮০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিদ্যুৎ	-	-	-	১২৮.০০	-	১৪০.০০
কেরোসিন	লিটার	০২	১৭.০০	৩৪.০০	৩২.০০	৬৪.০০
বস্ত্র	-		১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	২০০.০০
পানি	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিনোদন			৫০.০০	৫০.০০	৮০.০০	৮০.০০
সর্বমোট				**২৫৭৮.০০**		**৪১২২.০০**

সারণি ১৪ : একটি গ্রামীণ নিম্ন -মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৭০	১১.০০	৭৭০.০০	১৮.০০	১২৬০.০০
´আটা	কেজি	০২	১২.০০	২৪.০০	২২.০০	৪৪.০০
ডাল	কেজি	০২	৩৫.০০	৭০.০০	৬০.০০	১২০.০০
সয়াবিন	কেজি	০৩	৩২.০০	৯৬.০০	৬০.০০	১৮০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৬২.০০	৬২.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৩	১২.০০	৩৬.০০	২০.০০	৬০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.৫	৫০.০০	২৫.০০	৯০.০০	৪৫.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	১.৫	১৬.০০	২৪.০০	৩০.০০	৪৫.০০
বেগুন	কেজি	০৪	১২.০০	৪৮.০০	২০.০০	৮০.০০
আলু	কেজি	১৫	০৭.০০	১০৫.০০	১২.০০	১৮০.০০
শব্জি			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
ডিম	হালি	০৩	১২.০০	৩৬.০০	১৮.০০	৫৪.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০৩	২২.০০	৬৬.০০	৩২.০০	৯৬.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০০	১৭০.০০	০০.০০	৩২৫.০০	০০.০০
মাছ	কেজি	০৩	১০০.০০	৩০০.০০	১৫০.০০	৪৫০.০০
মাংস	কেজি	০২	৭০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০	২৬০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		২৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০
গুড়	কেজি	০২	২৮.০০	৫৬.০০	৫০.০০	১০০.০০
বিস্কিট	কেজি	**০১**	**৬০.০০**	**৬০.০০**	**৮০.০০**	**৮০.০০**
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া	মাসিক		৪০০.০০	৪০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		১২০.০০	১২০.০০	২০০.০০	২০০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৬০.০০	৬০.০০	৮০.০০	৮০.০০
শিক্ষা	মাসিক		১০০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিদ্যুৎ	-	-	-	১৩৮.০০	-	১৫০.০০
কেরোসিন	লিটার	০১	১৭.০০	১৭.০০	৩২.০০	৩২.০০
বস্ত্র	-		১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	২০০.০০
পানি	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিনোদন			৮০.০০	৮০.০০	১২০.০০	১২০.০০
সর্বমোট				**৩১১৪.০০**		**৪৯৫৩.০০**

সারণি ১৫: একটি গ্রামীণ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৬০	১১.০০	৬৬০.০০	১৮.০০	১০৮০.০০
´আটা	কেজি	০৪	১২.০০	৪৮.০০	২২.০০	৮৮.০০
ডাল	কেজি	০২	৩৫.০০	৭০.০০	৬০.০০	১২০.০০
সয়াবিন	কেজি	০৪	৩২.০০	১২৮.০০	৬০.০০	২৪০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৬২.০০	৬২.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৪	১২.০০	৪৮.০০	২০.০০	৮০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.৫	৫০.০০	২৫.০০	৯০.০০	৪৫.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	১.৫	১৬.০০	২৪.০০	৩০.০০	৪৫.০০
বেগুন	কেজি	০৫	১২.০০	৬০.০০	২০.০০	১০০.০০
আলু	কেজি	১০	০৭.০০	৭০.০০	১২.০০	১২০.০০
শব্জি			১৫০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
ডিম	হালি	০৪	১২.০০	৪৮.০০	১৮.০০	৭২.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০৪	২২.০০	৮৮.০০	৩২.০০	১২৮.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০.৫	১৭০.০০	৮৫.০০	৩২৫.০০	১৬৩.০০
মাছ	কেজি	০৫	১০০.০০	৫০০.০০	১৫০.০০	৭৫০.০০
মাংস	কেজি	০৩	৭০.০০	২১০.০০	১৩০.০০	৩৯০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০
গুড়	কেজি	০২	২৮.০০	৫৬.০০	৫০.০০	১০০.০০
বিস্কিট	কেজি	০১	৬০.০০	৬০.০০	৮০.০০	৮০.০০
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া	মাসিক		৮০০.০০	৮০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		২০০.০০	২০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৮০.০০	৮০.০০	১২০.০০	১২০.০০
শিক্ষা	মাসিক		১৫০.০০	১৫০.০০	২২০.০০	২২০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিদ্যুৎ	-	-	-	১৪৮.০০	-	১৬৮.০০
কেরোসিন	লিটার	১.৫	১৭.০০	২৫.৫০	৩২.০০	৪৮.০০
বস্ত্র	-		২০০.০০	২০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
পানি	-	-	-	০০.০০	-	০০.০০
বিনোদন			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
সর্বমোট				**৪১৩১.৫০**		**৬৫২৯.০০**

সারণি ১৬: একটি শহুরে দরিদ্র / নিম্ন বিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৭০	১১.০০	৭৭০.০০	১৮.০০	১২৬০.০০
আটা	কেজি	০১	১২.০০	১২.০০	২২.০০	২২.০০
ডাল	কেজি	০৩	৩৫.০০	১০৫.০০	৬০.০০	১৮০.০০
সয়াবিন	কেজি	০২	৩২.০০	৬৪.০০	৬০.০০	১২০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০.৫	২৮.০০	১৪.০০	৬২.০০	৩১.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৩	১২.০০	৩৬.০০	২০.০০	৬০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.৫	৫০.০০	২৫.০০	৯০.০০	৪৫.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	০২	১৬.০০	৩২.০০	৩০.০০	৬০.০০
বেগুন	কেজি	০২	১২.০০	২৪.০০	২০.০০	৪০.০০
আলু	কেজি	২০	০৭.০০	১৪০.০০	১২.০০	২৪০.০০
শব্জি			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
ডিম	হালি	০২	১২.০০	২৪.০০	১৮.০০	৩৬.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০১	২২.০০	২২.০০	৩২.০০	৩২.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০০	১৭০.০০	০০.০০	৩২৫.০০	০০.০০
মাছ	কেজি	০২	১০০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০
মাংস	কেজি	০১	৭০.০০	৭০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০
গুড়	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৫০.০০	৫০.০০
বিস্কিট	কেজি	০.৫	৬০.০০	৩০.০০	৮০.০০	৪০.০০
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি খরচ সহ)	মাসিক		৬০০.০০	৬০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৫০.০০	৫০.০০	৮০.০০	৮০.০০
শিক্ষা	মাসিক		১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	২ বার্ণার	০০	২১০.০০	০০.০০	৪০০.০০	০০.০০
বিদ্যুৎ	ইউনিট	০০	২.১৫	০০.০০	৪.০০	০০.০০
কেরোসিন	লিটার	০১	১৭.০০	১৭.০০	৩২.০০	৩২.০০
বস্ত্র	-		২০০.০০	২০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০
পানি	১০০০ লিটার	০০	৪.১৫	০০.০০	৫.০০	০০.০০
বিনোদন			৫০.০০	৫০.০০	৮০.০০	৮০.০০
সর্বমোট				**২৮৮৩.০০**		**৪৭৯৮.০০**

সারণি ১৭: একটি শহুরে নিম্ন - মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৭০	১১.০০	৭৭০.০০	১৮.০০	১২৬০.০০
আটা	কেজি	০২	১২.০০	২৪.০০	২২.০০	৪৪.০০
ডাল	কেজি	০৪	৩৫.০০	১৪০.০০	৬০.০০	২৪০.০০
সয়াবিন	কেজি	০৩	৩২.০০	৯৬.০০	৬০.০০	১৮০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৬২.০০	৬২.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৪	১২.০০	৪৮.০০	২০.০০	৮০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.৫	৫০.০০	২৫.০০	৯০.০০	৪৫.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	০২	১৬.০০	৩২.০০	৩০.০০	৬০.০০
বেগুন	কেজি	০২	১২.০০	২৪.০০	২০.০০	৪০.০০
আলু	কেজি	১৫	০৭.০০	১০৫.০০	১২.০০	১৮০.০০
শাক-শব্জি			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
ডিম	হালি	০৩	১২.০০	৩৬.০০	১৮.০০	৫৪.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০২	২২.০০	৪৪.০০	৩২.০০	৬৪.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০.২৫	১৭০.০০	৪২.৫০	৩২৫.০০	৮১.২৫
মাছ	কেজি	০৩	১০০.০০	৩০০.০০	১৫০.০০	৪৫০.০০
মাংস	কেজি	০২	৭০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০	২৬০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০
গুড়	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৫০.০০	৫০.০০
বিস্কিট	কেজি	০.৫	৬০.০০	৩০.০০	৮০.০০	৪০.০০
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি খরচ সহ)	মাসিক		১২০০.০০	১২০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		১৫০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৭০.০০	৭০.০০	১০০.০০	১০০.০০
শিক্ষা	মাসিক		২০০.০০	২০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	২ বার্ণার	০০	২১০.০০	০০.০০	৪০০.০০	০০.০০
বিদ্যুৎ	ইউনিট	০০	২.১৫	০০.০০	৪.০০	০০.০০
কেরোসিন	লিটার	০০	১৭.০০	০০.০০	৩২.০০	০০.০০
বস্ত্র	-		২০০.০০	২০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০
পানি	১০০০ লিটার	০০	৪.১৫	০০.০০	৫.০০	০০.০০
বিনোদন			১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
সর্বমোট				**৪০০২.৫০**		**৬৪৫০.২৫**

সারণি ১৮: একটি শহুরে মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয়

			২০০১ সাল		২০০৬ সাল	
দ্রব্য	একক	গড় মাসিক ভোগ (পরিবারের আকার=গড়ে ৫)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)	একক মূল্য (টাকা)	জীবনযাত্রার মাসিক ব্যয় (টাকা)
খাদ্য						
চাল (মোটা)	কেজি	৩৫	১১.০০	৩৮৫.০০	১৮.০০	৬৩০.০০
´আটা	কেজি	০৮	১২.০০	৯৬.০০	২২.০০	১৭৬.০০
ডাল	কেজি	০২	৩৫.০০	৭০.০০	৬০.০০	১২০.০০
সয়াবিন	কেজি	০৫	৩২.০০	১৬০.০০	৬০.০০	৩০০.০০
লবন	কেজি	০২	১০.০০	২০.০০	১৫.০০	৩০.০০
চিনি	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৬২.০০	৬২.০০
পেঁয়াজ	কেজি	০৫	১২.০০	৬০.০০	২০.০০	১০০.০০
শুকনা মরিচ	কেজি	০.১	৫০.০০	০৫.০০	৯০.০০	০৯.০০
কাঁচা মরিচ	কেজি	১.৫	১৬.০০	২৪.০০	৩০.০০	৪৫.০০
বেগুন	কেজি	০৫	১২.০০	৬০.০০	২০.০০	১০০.০০
আলু	কেজি	০৬	০৭.০০	৪২.০০	১২.০০	৭২.০০
শব্জি			২০০.০০	২০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
ডিম	হালি	০৮	১২.০০	৯৬.০০	১৮.০০	১৪৪.০০
দুধ (তরল)	লিটার	০২	২২.০০	৪৪.০০	৩২.০০	৬৪.০০
দুধ (পাউডার)	কেজি	০.৫	১৭০.০০	৮৫.০০	৩২৫.০০	১৬৩.০০
মাছ	কেজি	০৫	১০০.০০	৫০০.০০	১৫০.০০	৭৫০.০০
মাংস	কেজি	০৫	৭০.০০	৩৫০.০০	১৩০.০০	৬৫০.০০
রসুন	কেজি	০.৫	৪০.০০	২০.০০	৮০.০০	৪০.০০
মসলা	-		৩০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০
গুড়	কেজি	০১	২৮.০০	২৮.০০	৫০.০০	৫০.০০
বিস্কিট	কেজি	০২	৬০.০০	১২০.০০	৮০.০০	১৬০.০০
বাসস্থান						
ঘর ভাড়া	মাসিক		৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০
যাতায়াত	মাসিক		৬০০.০০	৬০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০
স্বাস্থ্য সেবা	মাসিক		৩০০.০০	৩০০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০
শিক্ষা	মাসিক		৩৫০.০০	৩৫০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
জ্বালানী						
গ্যাস	২ বার্ণার	০১	২১০.০০	২১০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
বিদ্যুৎ	ইউনিট	১৩০	২.১৫	২৮০.০০	৪.০০	৫২০.০০
কেরোসিন	লিটার	০০	১৭.০০	০০.০০	৩২.০০	০০.০০
বস্ত্র	-		২৫০.০০	২৫০.০০	৩২৫.০০	৩২৫.০০
পানি	১০০০ লিটার	২৪	৪.১৫	১০০.০০	৫.০০	১২০.০০
বিনোদন			৩০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
সর্বমোট				**৭৮১৩.০০**		**১২১২০.০০**

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আমাদের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালনে দুর্গতি বাড়ছেই। কেন এমন হয়? আর কেনই বা ক্রমবর্ধমান এ অসহায়ত্ব রোধ করা যাচ্ছে না? অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকিয় জ্ঞান বিষয়টি বিশ্লেষণে অপারগ। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-সমীকরণে দুর্বৃত্তায়নের সব নির্দেশক যুক্ত করা প্রয়োজন। যার মধ্যে আছে কালো টাকা, লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অস্ত্র, পেশীশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ ও সম্পদ পাচার, কুশাসন, নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, নির্বাচনে বিনিয়োগ-সব কিছু। আসলে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতির প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকিয় চাহিদা-সরবরাহের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক চলকই কাজ করে। অনেকক্ষেত্রেই নির্ধারক চলক হিসাবেই কাজ করে। এখানে দ্রব্যমূল্যের কথাই ধরা যাক। প্রতি কিলোগ্রাম পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষক (উৎপাদক) পান মাত্র ২ টাকা, আমরা কিনি ২০ টাকায়, অথচ বাজার অর্থনীতির সব হিসেব ঠিক মত চললে আমাদের কেনার কথা প্রতি কেজি ৭-৮ টাকা। আর উৎপাদক কৃষকও পেতে পারেন এখনকার তুলনায় তিনগুণ। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাটা এক ধরনের মূল্য সন্ত্রাসের পর্যায়েই পড়ে। কেজি প্রতি মাঝখানের ১৩-১৫ টাকার চাঁদাবাজি—সম্ভবত পরিকল্পিত সিন্ডিকেট ভিত্তিক সন্ত্রাস—প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? ভ্যালু-চেইনে কৃষক আর ভোক্তার এ দুর্দশা কিভাবে বিশ্লেষণ করবো? চাহিদা-সরবরাহ বিশ্লেষণের সমীকরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, কুশাসন (রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট) চলক উহ্য রেখে কোনো দিনই উদঘাটিত হবে না প্রকৃত সত্য । বিষয়টি সম্ভবত প্রথাগত অর্থনীতি শাস্ত্রের ভ্যালু-এডিশন (মূল্য-সংযোজন) নয়, বিষয়টি মূল্য বৃদ্ধির বা দাম বৃদ্ধির (price), যার সাথে দুবৃর্ত্তায়িত রাজনীতির চাহিদা সরাসরি জড়িত।

বিশ্বায়নের আওতায় মূল্য বিষয়ে প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার আরো উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন ধরুন, বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে প্রস্তুত যে জামাটি আমেরিকা-ইউরোপের বাজারে ১,৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঐ একটি জামার জন্য আমাদের একজন বাংলাদেশী শ্রমিক-বোন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাচ্ছেন মাত্র ১৫ টাকা (১২০গুণ পার্থক্য)। ভ্যালু-চেইনের এ দুর্গতি প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? অথবা ধরুন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি অথচ দেশের অর্ধেক মানুষ অভুক্ত। অবশ্য তথাকথিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি: খাদ্য বলতে শুধু চাল-গম অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) বোঝানো হয় যা মানুষকে মোটা ও অলস বানায়, মাছ-মাংস অর্থাৎ প্রোটিন বোঝায় না যা প্রকৃত অর্থে ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা হ্রাস করবে, অর্থাৎ খাদ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে; সেইসাথে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয় তাকে কিলোক্যালরিতে (শক্তি) রূপান্তর করে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তো ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক ৩০০০ কিলো ক্যালরির বেশি অথচ এ হিসেবে ৪৪% মানুষ এখনও দরিদ্র কেন? (অর্থাৎ যারা মাথাপিছু দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরির কম ভোগ করেন)। অবস্থাটি এমন যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তো অভুক্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বিষয়টি কি শুধুই উৎপাদনের? শুধুই কি বণ্টনের? না'কি আরো কিছু—সিস্টেমিক? মনে রাখতে হবে অবাধ বাজার অর্থনীতি দরিদ্র-বান্ধব নয়; অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বাজার-বিকৃত হতে বাধ্য। যে বিকৃতি রোধে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য অনস্বীকার্য। কিন্তু চলমান রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। সেইসাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিকৃতি (যেটা সরকারই করেন) এতই গভীর এক `statistical economy' সৃষ্টি করে যেখানে এমনকি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রও তার জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হয়। সম্ভবত: অর্থনীতিশাস্ত্রকে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে রেখে এ বিশ্লেষণ হবে অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ। আর স্বাধীনতা চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কোনো অর্থনীতিবিদকে কেউ যদি বলেন তিনি রাজনীতি করেন সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু অভিযোগটা ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নেবো। এ অভিযোগ আসলে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট। কারণ, দরিদ্র এ দেশে অর্থনীতি শাস্ত্র যদি মানুষের-বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভূক্ত, অর্ধভুক্ত, বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্ত, নিপিড়ীত, লাঞ্ছিত, নি:সঙ্গ মানুষের কথা না বলে তাহলে ঐ শাস্ত্র কার উন্নয়নের, কিসের উন্নয়নের কথা বলে? সেই সাথে অর্থনীতিবিদরা যদি এ সবের কারণ হিসেবে অস্বাধীনতার (unfreedom) কারণগুলো উদঘাটন না করেন তা হলে সে কাজটি কে করবে?

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবৃক্তৃতায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু কথা বলে গেছেন, "এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতারভাবে বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আপনারা মানব দারিদ্র ও মানব বঞ্চনার বিরুদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলতে থাকুন,--- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হোন। ... মনে রাখবেন বাজার অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশি এগুনো যাবে না।" আর আমাদের কাছের মানুষ, নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন বললেন, "প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে মানুষের চয়নের স্বাধীনতা প্রশস্ত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যা হতে চায় তাই যেন সে হতে পারে; মানুষ যা করতে সক্ষম সেটাই যেন সে করতে পারে।--- মানুষের সৃজন ক্ষমতা অসীম"। সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা, যার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। যে দেশে এসবের কোনোটিই নিম্ন মাত্রায় অর্জিত হয়নি, যে দেশের বিকাশে এসব স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রবণতাটিই মুখ্য সে দেশের সমাজ সচেতন অর্থনীতিবিদ আর ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আন্দোলন-এর মানুষদের দায়িত্ব কর্তব্য কি ধরনের হওয়া উচিত? নি:সন্দেহে তা হতে হবে মানবকল্যানমুখী যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূর হতে পারে।

আসলে অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে

দেশের চলমান অর্থনীতি আর সংশ্লিষ্ট নীতি-রাজনীতি নিয়ে অনেকেই আজ সত্যিই দুশ্চিন্তিত। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আর এ উদ্বেগের ভিত্তি ইতোমধ্যে যথেষ্ট শক্তিমান যা ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছেঃ গত তিন দশকে সরকারি ভাবে যে ২০০,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার ৭৫% আত্মসাৎ (লুট) হয়েছে–দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিতে (inclusion of the excluded) কাজে লাগেনি; বছরে এখন ৭০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে (যা জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ); মানি-লন্ডারিং হচ্ছে বছরে ৩৪,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ; ৩০,০০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ-অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; গুটি কয়েক ক্ষমতাধর বছরে ৮,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ঘুষ খাচ্ছেন; আর ক্রমবর্ধমান ধন বৈষম্যের কথা তো সরকারিভাবেই স্বীকৃত– মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে (আসলে কালো টাকা যোগ করলে ৫% ধনীর দখলে হবে ৫০% আয়)। আর এসবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; দালাল পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করছে যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে নয় অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশে অতি উৎসাহী; সরকারি-বেসরকারি খাতে জাতীয় সম্পদের বিপুল অপচয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন অনিশ্চিত করছে; নগরায়নের নামে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে; গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিঃস্বায়িত করে গ্রামে এখন ভিক্ষুকায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এসবই দেশের অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর দ্রুতালয় দুর্গতির কারণ হিসেবে কাজ করছে, যার ফলে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে হ্রাস পাচ্ছে ক্রয়ক্ষমতা, আবার অন্যদিকে মানুষকে করছে অতিমাত্রায় বাজার নির্ভর। আর বাজারে চাল-আটার মূল্য বৃদ্ধির সামনে অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া ব্যাপক এ জনগোষ্ঠির তেমন কিছু করার থাকছে না। এসবই এক কথায় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে শেষাবধি সমগ্র উপরিকাঠামোকেই (রাষ্ট্রের মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান) জনকল্যাণবিমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত আইন শৃংখলা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংসদ, স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়।

অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে। দুর্বৃত্তায়িত এখন সমগ্র বাংলাদেশ। অর্থনীতি ও রাজনীতি যখন উভয়ই দুর্বৃত্তায়িত তখন মূল্য সন্ত্রাস নিয়মে রূপান্তরিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের মূল্য যুক্তিহীন হারে বাড়বে, আর কমপক্ষে একই হারে কমবে

মানুষের দাম। যে কারণেই ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে দুর্বৃত্তায়নের পরিণাম দাঁড়িয়েছে এমন যে খাদ্যগ্রহণের নিরিখে এখন ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র আর মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি; মোট ৪ কোটি যুবকের ২ কোটি বেকার; প্রতিবছর শ্রম বাজারে যে ২৫ লাখ মানুষ সংযোজিত হয় তার মাত্র ৫ লাখ কাজ পায়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, কাজের অভাব আর দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি মানুষের স্বত্বাধিকার বঞ্চনা চিরস্থায়ী করছে; ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সুযোগ বঞ্চিত; ৮ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর; স্যানিটেশন সুবিধে নেই ১০ কোটি মানুষের; ১১ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধে বঞ্চিত; বছরে ১৬ লাখ শিশু ৫ বছর বয়স পেরুনোর আগে মৃত্যুবরণ করছে, যে মৃত্যুর ৫০% দারিদ্র উদ্ভূত রোগ বালাই, যা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। অথচ যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে গড়ে ২-৩ বছরে আমরা যে পরিমাণ ব্যয় করি সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে কিন্তু এ দেশ থেকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে নির্মূল সম্ভব।

তিন দশকে দুর্বৃত্তায়নের খেরো খাতা মানব উন্নয়ন বিরোধী

তাহলে গত তিন দশকের উন্নয়ন ইতিহাসে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমরা বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের আরো বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। গত তিন দশকের হিসেবের খেরো খাতা প্রমাণ করছে যে, এখন এক সর্বগ্রাসি লুণ্ঠন সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। তিন দশকের খেরো খাতা (সারণি ১৯ দ্রষ্টব্য) একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা তুলে ধরেছে: মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ নিচের দিকে নামছে এবং দুর্বৃত্তায়নের প্রতি অনুকূল সূচকগুলো আরও শক্তিশালী হচ্ছে। গত তিন দশকে হিসেবের খেরো খাতা যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃদ্ধি লাভ করছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি।

সারণি ১৯: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশের খেরো খাতা: তিন দশকের প্রবণতা

	উর্ধ্বগামী প্রবণতা প্রদর্শনকারী সূচক		নিম্নগামী প্রবণতা প্রদর্শনকারী সূচক
১.	কালো অর্থনীতি / কালো টাকা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লুটপাট, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, টাকা পাচার, কুশাসন, নিপিড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা, শারীরিক আঘাত	১.	অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, জাতীয় পুঁজি সৃষ্টি, শিল্পায়ন, সাধারণ গার্হস্থ্য অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার উপযোগি অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কালো অর্থনীতি প্রতিরোধকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি
২.	কোটিপতি এবং ভিক্ষুক, জমি ও জলাশয় জোর করে দখল, নতুন গাড়ী ও ফ্লাট, ভিক্ষাবৃত্তির নতুন কৌশল, জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহে অসুস্থ্য ও নিহতের সংখ্যা	২.	অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান, সম্পদের উপর দরিদ্র মানুষের মালিকানা ও প্রবেশাধিকার
৩.	বহুতল ভবন, ইটের ভাটা, ইট ভাঙ্গা নারী ও শিশুর সংখ্যা	৩.	দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ন সুবিধা, পরিবেশের ভারসাম্য-- প্রাকৃতিক পরিবেশ
৪.	সুপার মার্কেট, গাড়ি বিক্রির দোকান, গার্মেন্টস কারখানা, নারী শ্রমিক, পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা	৪.	শিল্পকারখানা, ওয়ার্কশপ, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শিল্পকারখানায় মূল্য সংযোজন
৫.	গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে নিরুপায় স্থানান্তর, বস্তিবাসীর সংখ্যা, অনানুষ্ঠানিক খাত, নিউক্লিয়ার পরিবার, শিশু-নারী ও প্রবীণদেন বঞ্চনা ও দুঃখ কষ্ট	৫.	ভূমির উপর দরিদ্র মানুষের নিয়ন্ত্রণ, পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান, প্রকৃত আয়/বেতন, যৌথ পরিবারের বিস্তৃতি
৬.	বৈধ এবং অবৈধ আমদানী ও রপ্তানী, অবৈধ আয়, ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন	৬.	মানুষের সম্ভাবনা ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, শিল্পায়নের পেছনে পুঁজির ব্যবহার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন
৭.	বিদেশি মঞ্জুরী ঋণ দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প, এনজিও কর্মকাণ্ড	৭.	স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ
৮.	জৈব সার, কীটনাশক ও বালাইনাশক এবং উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা, কৃষিজ পণ্যের কালোবাজারি	৮.	ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা, বর্ষপ্রাচীন প্রচলিত বীজ প্রকরণ, কাঠ, মাছ, পরিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি পণ্যের দাম
৯.	যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা	৯.	সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রাযুক্তিক ভিত্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনে ছাত্র সংখ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান
১০.	নারীর কর্মসংস্থান এবং রোগবালাই, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার	১০.	নারী কর্মীদের প্রকৃত বেতন/ আয়, নারী ও শিশুর সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর দক্ষতা
১১.	বেসরকারি খাতে বানিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা (ইংলিশ মিডিয়ামসহ), শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	১১.	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি স্কুল ও স্বল্প ব্যয়ের বেসরকারি স্কুলগুলোয় শিক্ষার মান, শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা, মৌলিক শিক্ষার পেছনে সরকারি বরাদ্দ
১২.	ব্যবসায়িক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, পীর-ফকিরদের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিকদল, ধর্মের নামে সহিংসতা, অন্যান্য ধর্মের লোকজনের অস্বস্তি, নিয়তির উপর নির্ভরতা, হস্তরেখাবিদদের সংখ্যা	১২.	অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান মনস্কতা, আলোকিত বিশ্বদৃষ্টি, বিজ্ঞান ও জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা, সভ্য জীবনযাত্রা, ধর্মনিরপক্ষ অনুভূতি-আচরণ-মনোভাব
১৩.	ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিক, উচ্চ রক্তচাপ ও দারিদ্র-সঞ্জাত রোগবালাই, স্বাস্থ্য খাতে পারিবারিক ব্যয়, স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয়ের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া	১৩.	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান, জনস্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দক্ষতা
১৪.	অনুৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত ব্যয়, সামরিক প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আমলাদের সাথে জনগনের দূরত্ব বৃদ্ধি, আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার	১৪.	সুশাসন, ন্যায়বিচার, ব্যক্তির নিরাপত্তা বোধ, মানুষের সমৃদ্ধির জন্যে প্রকৃত সরকারি ব্যয়, উৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়
১৫.	নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনে কালো টাকার মালিকদের প্রতিযোগিতা, জনগণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব	১৫.	নির্বাচিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা, আলোকিত রাজনীতি
১৬.	ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি অবলোকন ও শ্রবণের পেছনে সময় অপচয়, পারস্পরিক আস্থাহীনতা	১৬.	জাতীয় সংস্কৃতি চর্চা, সংহতির অনুভূতি, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধ-নৈতিক ও নান্দনিক
১৭.	রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসাবে রাজনীতি, স্বৈরাচার, কল্যাণমুখী রাজনীতির জন্যে (সুপ্ত) দাবি	১৭.	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের ভালোবাসা, রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম, জ্ঞান-ভিত্তিক এবং মানবিক আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব হয়েছেন; সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি; সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। এ সব কিছুর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগসমূহ ক্রমাগত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গত তিন দশকের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরো জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ। ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন এরা চালকের আসনে থাকে; অপর পক্ষে, অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ– এরা বহিস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব, ছিটকে পড়া মানুষ।

তা হলে তো অর্থনীতি শাস্ত্রের উত্তরণ জরুরি

এ সবই ঘটেছে তখন যখন আমাদের সংবিধান বলছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে" (অনুচ্ছেদ ৭)। অবস্থা যে মাত্রায় খারাপ তাতে তো বলতে হয় দুর্বৃত্তায়ন- সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বৃত্ত ও দারিদ্র লালন– উভয়ই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। অর্থনীতবিদ হিসেবে আমরা সম্ভবতঃ সংবিধানের বিধান মোতাবেক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাহিদা (যা পূরণে সংবিধান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে) আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যা সরবরাহ করছে- এ দুয়ের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান ফারাক নিরূপণ করতে পারি; ফারাকের কারণসমূহ উদঘাটন করতে পারি; ফারাক হ্রাসে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থশাস্ত্রকে বৃহৎ গণ্ডির রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুগত শাস্ত্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। একজন অর্থনীতিবিদ তো মানবকল্যাণবিরোধী বা মানবকল্যাণবিমুখ হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের বাইরে আসতে হবে। সময় ও সমাজ তো সেটাই দাবি করে।